Humanism in the rise of education and humanity

Jubin Yasmin
Assistant Professor,
Department of Sanskrit
Asutosh College, Kolkata

Dr. Somnath Das
Assistant Professor
Department of Sanskrit
Asutosh College, Kolkata

Probali Das
Exstudent
Department of Bengali
University of Kalyani, Nadia

Word 'humanism' comes from the Latin word 'humanitas'. Which means, 'Education befitting a cultivated man'. The word 'humanism' in Bengali means 'Manab Dharma. 'That is to say, it refers to the superior moral values and the philosophical doctrine of the human race, excluding interest in human affairs and theology. The word 'human religion', though distinct in philosophical and moral terms, literally emphasizes collectively humanized religion. The word 'humanism' is generally a terminological term but the significance of the term is infinite. According to Indian philosophical theory, the importance of human religion is immense and very ancient. From the Vedic age to the Upanishads, the formula for human religion has been repeatedly uttered in the Buddhist age and in the present as well as in the modern age. Of all religions, human religion is the best. That is why it has been said that 'truth is not above man'. The existence of human society without human beings is not recognized, human society depends on the human race, so the development of human religion is essential for the overall development of human society. Indian Sanskrit literature gives clear illustrations on important aspects of human life.

Research Objectives :

1. Engage and inspire yourself in larger thinking.
2. To fight in unison everywhere.
3. To form the concept of spirituality in the mind.
4. Recognize the relevance of public welfare and coordinate it in life.

সার্বজনীনতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের ভাবচ্ছায়ায় মানবচেতনার উন্মেষ

জুবিন ইয়াসমিন*
ড. সোমনাথ দাস†
অনির্বাণ চক্রবর্তী‡

সার্বজনীনতাবোধ- ঐক্যবদ্ধ সোপানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিভেদতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কারতা ও হীনমনোবৃত্তি রূপ প্রতিবন্ধকতাময় ক্ষেত্র তথা প্রেক্ষাপট কখনো তাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। উপনিষদীয় যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সর্বত্রই আমরা সমষ্টিগত কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছি। শিক্ষার প্রধান চারটি স্তম্ভের মধ্যে একত্রে অবস্থানের জন্য যে শিক্ষা স্তম্ভটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে তার সকল উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তেই আমাদের সার্বজনীনতাকে স্থান দিতে হয়েছে। কখনো লেখনীতে, কখনো ব্যবহার প্রদর্শনে কিংবা নিয়মনীতির পরাকাষ্ঠায় আমরা এই একত্ব ভাবনা ও সমত্বপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে পেরেছি।

'দেশের কল্যাণ দশের কল্যাণ', 'সকলের তরে সকলে আমরা' এই বাক্যগুলি এক হীরকদ্যুতিময় উজ্জ্বল উদ্ধার তথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বাক্যবাণের গভীরতার পাশাপাশি মানসিকতার ক্ষেত্রকে বহুদূর বিস্তৃত করে সেখানে মুক্ত বাতায়ন বলয়ের অভিষিক্ত করাতে হবে। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হল :-

১. মুক্ত চিন্তনে অবগাহন তথা নিস্নাত হয়ে পবিত্রতায় অগ্রসর হওয়া।
২. মানসিকতার পরিধি বিস্তার করে উদারমূলক ভাবনার পরিচয় ঘটানো।
৩. সৌভ্রাতৃত্ববোধের দিকে অগ্রসর হবার জন্য ঐক্যবদ্ধের দিশা উন্মোচিত করা।
৪. সর্বত্র সৌহার্দ্যপূর্ণ ক্ষেত্র তথা বাতাবরণ প্রস্তুত করা।

বিষয়সূচক শব্দ :- মুক্ত চিন্তন, উদার মানসিকতা, ঐক্যবদ্ধতার উন্মেষ, সৌহার্দ্যপূর্ণ ক্ষেত্র।

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ভাবনা আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। সুকল্যাণবোধ কিংবা সৌভাগ্যচেতনায় যখন আমরা নিমজ্জিত করতে চাই তখন চিন্তন ক্ষমতাতে ও মুক্তায়নের দরকার হয়। ক্ষেত্র তথা বিষয়ের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃতপ্রায়, সেই স্থলে সার্বজনীনতার ভাবনাই সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত। ভাবনার সঙ্গে চিন্তনের সমন্বয়ীকরণ করা খুবই প্রাসঙ্গিক। চিন্তন ও ভাবনাকে যেন একই মুদ্রার দুটি দিকরূপে কল্পনা করা হয়। চিন্তন ব্যাপারটি প্রত্যক্ষযোগ্য নয় অনুভবযোগ্য। কোনো বৈষয়িক ক্ষেত্রকে যদি একাধিকবার অনুশীলন করা যায় তাহলে সেই বিষয়টি সহজে স্মরণ করা যায়। আধুনিক মনোবিদগনেরা চিন্তনের প্রকারভেদ তথা তারতম্যতার সঙ্গে তার ক্ষেত্র বিশেষের উপর ও সমধিক গুরুত্ব স্থাপন করেছেন। মুক্ত চিন্তনের ভাবনায়

*সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।
†সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।
‡সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ , উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয় , হাওড়া